বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক ইত্তেফাক
14 NOV 1988
পৃ 7 কলাম 3

১৮

022

মহিউদ্দিন ঢাকা বোর্ডে কলা শাখায় অষ্টম

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

ঢাকা কলেজের মো: মহিউদ্দিন আহম্মদ (রোল ৭৭৮৬২) কলা শাখায় অষ্টম স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার মোট অর্জিত নম্বর ৮ শত ৪। সে ৪টি বিষয়ে লেটার মার্ক অর্জন করিয়াছে। মহিউদ্দিন ভবিষ্যতে আইন অধ্যয়ন করিয়া ব্যারিষ্টার হইতে চায়। মহিউদ্দিনের পিতা মো: মাহব্বৎ আলী বরিশাল জেলা হিসাব রক্ষণ অফিসের সুপারিনটেনডেন্ট। মা জাহানারা বেগম।

শরমিলা ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগে প্রথম

ইউনিভার্সিটি উইমেন্স ফেডারেশন কলেজের ছাত্রী শর্মিলা খান এবারে ঢাকা বোর্ডে অনুষ্ঠিত এইচ-এস-সি পরীক্ষায় বাণিজ্য বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করিয়াছে। বুককিপিং এ্যাকাউন্টেন্সী এবং শর্টহ্যাণ্ড টাইপিং লেটার মার্কসহ তাহার মোট প্রাপ্ত নম্বর ৭৭৩। ভবিষ্যতে সে একজন সফল ব্যবসা ব্যবস্থাপক হওয়ার আশা পোষণ করে। শর্মিলার বাবা মরহুম মো: ইসমাইল খান বি,আই,ডি,সি'র ডেপুটি চীফ এ্যাকাউন্টেন্ট ছিলেন। মা মিসেস জাহানারা ইসমাইল বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনে কর্মরতা। খেলাধুলা প্রিয় শর্মিলা বি,টি-এম,সি'র একজন নিয়মিত জিমন্যাষ্ট—১৯৮৪ ও ১৯৮৫ সালে জাতীয় পর্যায়ে রানার্স আপ হয়।

শর্মিষ্ঠা ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্য শাখায় অষ্টম

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

ঢাকা বোর্ডের এইচ এস সি পরীক্ষায় বাণিজ্য শাখায় অষ্টম স্থান অধিকারী শর্মিষ্ঠা ভট্টাচার্য মার্কেটিং ব্যবস্থাপনায় গবেষণায় আগ্রহী। সে ইউনিভার্সিটি ফেডারেশন কলেজ হইতে পরীক্ষায় অংশ নেয়। তাঁহার পিতা ড: দুর্গাদাস ভট্টাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক।

তাহমিনা ঢাকা বোর্ডে বিজ্ঞান বিভাগে অষ্টম

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

হলিক্রস কলেজের আয়েশা তাহমিনা হক ঢাকা বোর্ডে বিজ্ঞান বিভাগের মেধা তালিকায় অষ্টম স্থান অধিকার করে। তাহমিনা মৎস্য উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার (অব:) সিরাজুল হক ও তীতুমীর কলেজের সহযোগী অধ্যাপিকা ফরিদা হকের কনিষ্ঠা কন্যা।

আবদুল হালিম ঢাকা বোর্ডে কলা শাখায় তৃতীয়

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

দরিদ্র ঘরের সন্তান মো: আবদুল হালিম অন্যের বাড়ীতে লজিং থাকিয়া লেখাপড়া করিয়া ঢাকা বোর্ডের এইচ,এস,সি পরীক্ষায় কলা শাখায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। বরাবরই ভাল ছাত্র হালিমের মোট নম্বর ৮৪১। সে ঢাকা কলেজ হইতে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। নগরীর ২০, ওয়ার ষ্ট্রীটের আলী আহাম্মদের ৬ ছেলে-মেয়েকে পড়াইবার বিনিময়ে সে সেখানে আশ্রয় পাইয়াছে। বাহিরে আরও দুইটি টিউশনি করিয়া সে প্রতিমাসে গ্রামের বাড়ীতে বাবা-মাকে টাকা পাঠায়। জেদি হালিম দারিদ্রের কাছে পরাভব মানিতে রাজী নহে।